بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৬ জানুয়ারী ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৬ জানুয়ারী ২০১২-এর (৬ সুলাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) এ আয়াতের অর্থ হলো: **'তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যাই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পরোপুরি অবগত'।**

'বের্' উন্নত মানের পুণ্যকর্মকেও বলা হয়, আবার সর্বোত্তম নেকীকেও 'বের্' বলা হয় যেভাবে (আয়াতের) অনুবাদে বলা হয়েছে। অতএব একজন সত্যিকার মু'মিন যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টারত থাকে সে ঐ উন্নত মানের পুণ্য লাভ করতে চায় এবং করা উচিত যা তাকে আল্লাহ্র নৈকট্য দান করবে। পবিত্র কুরআন– যেখানে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে বহুবিধ পুণ্যকর্মের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্র পথে অর্থ বা সম্পদ খরচ করাকে বা আল্লাহ্র রাস্তায় অন্যান্য যোগ্যতা কাজে লাগানোকেও বড় পুণ্যকর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ আয়াতেও আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করাকে অনেক বড় পুণ্যকর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তোমার প্রিয় সম্পদ বা বস্তু যদি আল্লাহ্র পথে খরচ করা হয় তাহলেই এটি সবচেয়ে বড় নেকী বা পুণ্য। যদিও আল্লাহ্ তা'লা এমন প্রত্যেক পুণ্য কর্মের পুরস্কার দেন যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় কিন্তু উত্তম প্রতিদান তখনই পাওয়া যায় যখন উত্তম জিনিস তাঁর জন্য ব্যয় করা হয়। অথবা এমন বান্দাকে আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে পুণ্যের উন্নত মান অর্জনের চেষ্টা করে এবং তা লাভের জন্য নিজের সবচেয়ে প্রিয় বা পছন্দের বস্তু আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

কাজেই খাঁটি ঈমান, সত্যিকার নেকী এবং উন্নতমানের কুরবানীর পরিচয় তখন পাওয়া যায় যখন এমন জিনিস খরচ করা হয় যা তার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। ঈমানের দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে একজন মু'মিন সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, আর থাকা উচিত। পুণ্যকর্মের উন্নত মানে উপনীত হওয়ার জন্যও একজন সত্যিকার মু'মিন সর্বদা ব্যাকুল থাকে। হাদীস শরীফে আছে, **'যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন একজন সাহাবী হযরত আবু তালহা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, আমি আমার সবচেয়ে**

প্রিয় (খেজুর বাগান) **সম্পদ যা বেয়রোহা নামে পরিচিত তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম। হুযূর (সা.) এতে খুবই আনন্দিত হন এবং সেটি কীভাবে খরচ করতে হবে তা তাঁকে অবহিত করেন'।**

মোটকথা সাহাবারা সবসময় পুণ্যের নির্দেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকতেন, কখন আমরা ঈমান, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ পাবো। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারীদেরকে মহানবী (সা.) পরম ভাগ্যবান বা ঈর্ষণীয় আখ্যা দিয়েছেন। আমরা সাহাবা রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহীমের মাঝে এমন অগণিতকে এই মান অর্জনকারী হিসেবে দেখতে পাই— যাঁরা গোপনেও আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করতেন আবার প্রকাশ্যেও। দৃষ্টির আড়ালে খরচ করতেন আবার জনসমক্ষেও, যেন সেই উচ্চ মান লাভ করা যায় যা একজন মু'মিনের কাছে আল্লাহ্ প্রত্যাশা করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের ত্যাগ বা কুরবানীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও জানতেন আর তাই তিনি তাঁদের দিয়েছেনও অঢেল। যাঁরা সামান্য ব্যবসা করতেন এমন সময়ও এসেছে যখন তাঁদেরকে কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছেন। আর এই আর্থিক প্রাচুর্য তাঁদের ঈমান ও বিশ্বাসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে। প্রাপ্ত এ অর্থ ও সম্পদ তাঁরা নির্দ্বিধায় ও নির্ভয় আর নিঃশঙ্কচিত্তে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে গেছেন। তাঁরা খুব ভালভাবে জানতেন এবং বুৎপত্তি রাখতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করলে তিনি অঢেল দিয়ে থাকেন। সাত শতগুণ বরং আরো বেশি দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা কারো কাছে ঋণী থাকেন না। সবচেয়ে বড় কথা, মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি তাঁদের মাঝে যে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন করেছিল সে কারণে তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় কীভাবে গতি সঞ্চার করা যায় এ চিন্তায় রত থাকতেন। এটিই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল যার জন্য তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সাহাবীদের জীবন চরিত এর সাক্ষী, সে লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা সফলও হয়েছেন যা পাবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সনদ তাঁরা লাভ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই সাহাবীদের সম্পর্কে বলেন, **'সাহাবারা যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তা কি তাঁরা এমনিতেই পেয়ে গেছেন? পার্থিব পদবি লাভের জন্য একজনকে কত খরচ করতে হয় আর কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়! তারপরই এমন একটি সামান্য উপাধি লাভ হয় যদ্বারা হৃদয় পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত হতে পারে না। অতএব তোমরা ভেবে দেখ! রাযি আল্লাহু আনহুম** (অর্থাৎ: আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন) **পদবি যা হৃদয়ের স্বস্তি এবং আত্মার প্রশান্তি আর পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টির প্রতীক তা কি এতো সহজেই পেয়ে গেছেন?'** হুযূর (আ.) বলেন, **'আসল কথা হলো, সাময়িক কষ্ট-যাতনা ভোগ না করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হতে পারে না যা প্রকৃত সুখের উৎস। আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করা যায় না। সেই ব্যক্তি কল্যাণমন্ডিত যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য দুঃখ-কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা সেই সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পরই মু'মিন অনাবিল সুখ ও চিরস্থায়ী প্রশান্তির জ্যোতি লাভ করে থাকে'।**

বিশ্ববাসীর সংশোধনের উদ্দেশ্যে, বিশ্ববাসীকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) যখন আমাদেরকে সাহাবীদের উদাহরণ দিয়ে কোন কিছু বলেন তখন বুঝতে হবে, পবিত্র এ দৃষ্টান্তটি আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা কর। আর চেষ্টা করলেই প্রকৃত পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারবে।

আহমদীয়া জামাতের ইতিহাসেও আমরা দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রত্যক্ষ তরবীয়তের বা শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিত্ব উপহার দিয়েছেন যাঁরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আর ঈমানের সেই উষ্ণতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলেই জামাত প্রত্যহ এক নতুন মহিমার সাথে উন্নতির সোপান মাড়িয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও যারা তাঁর সাহচর্য লাভ

করেছেন তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বার্তা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পুণ্যের দ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'পুণ্য অর্জনের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজেই এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে নাও, অকর্মণ্য জিনিসের বিনিময়ে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে,** لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (সূরা আলে ইমরান: ৯৩) **প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রিয় ও প্রেমাস্পদের মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে না'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণ এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর কুরবানীর জন্য সদা উদগ্রীব থাকতেন। উন্নতমানের পুণ্যের সুযোগ পাওয়ার জন্য তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার জন্য লিখতেন এবং চেষ্টা করতেন আর বিনিময়ে খোদা তা'লার ভালবাসা লাভের দৃশ্যও তাঁরা অবলোকন করতেন। এখানে আমি আপনাদের সামনে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

মুহাজির হযরত সূফী নবী বখ্শ সাহেব বর্ণনা করেন, **'একবার আমি কাদিয়ানের সালানা জলসায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, আমি নির্জনে কিছু বলতে চাই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, ভেতরে আস। ঘটনাক্রমে জানালা খোলা ছিল বলে আমার কয়েকজন সাথী এবং জামাতের অন্য কতক সদস্যও ভেতরে ঢুকে পড়েন। আমি হুযূরকে বললাম, আমার পিতা বলেন, আমার সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছি, যখন থেকে চাকরী পেয়েছে সে আমাদের কোন সেবা করে নি। আবার আমার স্ত্রী বলে, তুমি অদ্ভুত আহমদী হলে, আমার কাছে যে গহনা-গাটি ছিল তাও বিক্রি হয়ে গেছে। পিতা অভিযোগ করেন, স্ত্রীও অনুযোগ করে অথচ আমি এখানে এসে দেখছি,** (এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে নিবেদন করেন) **জামাতের জন্য আপনার শিষ্যরা সহস্র সহস্র রূপী ব্যয় করছে। আপনি দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আমার বেতন দ্বিগুন বা তিনগুন বাড়িয়ে দেন যাতে আমি আপনার সেবা করতে পারি'।**

একদিকে পিতার পক্ষ থেকে অভিযোগ, আমার খিদমত করে না অথচ আমি এত লেখাপড়া করিয়েছি। স্ত্রীর অভিযোগ, আমার জন্য কিছুই আনে না এমনকি আমাকে আমার গহনা-গাটি পর্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে। অথচ আমি এখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে) যেসব নেকী করতে দেখছি, যে ত্যাগ দেখছি, আপনার কাছে লোকেরা আসে আর হাজার হাজার রূপী দিয়ে যায়, তাই আমার জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাকেও এ সৌভাগ্য দান করেন। **'হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ কথা শুনে বললেন, খুব ভাল কথা, আমি দোয়া করছি। তুমি আমাকে স্মরণ করাতে থাকবে। তিনি বলেন, সে সময় আমার বেতন ছিল পঞ্চান্ন রূপী। এরপর লাহোর পৌঁছে স্মরণ করানোর মানসে যখন হুযূরের খিদমতে দোয়ার জন্য পত্র লিখলাম ঠিক তখনই ইউগান্ডার রেলওয়ে বিভাগের পক্ষ থেকে মাসিক একশত বিশ রূপী বেতন এবং পঁয়তাল্লিশ রূপী ভাতায় চাকরী পেয়ে যাই। সংকল্প অনুসারে প্রথম বেতন পাওয়ার সাথে সাথেই আমি তা হুযূরের খিদমতে নযরানা স্বরূপ, জামাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা হিসেবে প্রেরণ করলাম। এরপর আমি আফ্রিকা চলে যাই আর যতদিন আমি সেখানে ছিলাম ততদিন তিনগুণ বেতন পেতে থাকি, আর এটি ছিল হুযূর (আ.)-এর দোয়া কবুলিয়তের এক জ্বলন্ত নিদর্শন'।**

অপর এক সাহাবী, হযরত মুন্সী জাফর আলী রহমত সাহেব মিয়া মুহাম্মদ আহমদ সাহেবের বরাতে বর্ণনা করেন, **'মরহুম চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেব রেলওয়ের ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা বেতন পেতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং জামাতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নিজের ঘরের খরচের জন্য মাসিক বিশ রূপী রেখে**

বেতনের বাকী সমস্ত টাকা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর খিদমতে প্রেরণ করতেন এবং সর্বদা এটিই তাঁর রীতি ছিল'।

এরপর দেখুন! ধর্ম সেবায় এবং কুরবানীর উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দরিদ্রদের হৃদয়েও কীরূপ স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁদের কোন আয় ছিল না তাঁদের মাঝেও ব্যাকুলতা ছিল। দরিদ্র ছিল, পরিবার বড় ছিল, সন্তানাদি অনেক ছিল, সংসারের ব্যয় নির্বাহ হতো না; তাঁরাও আশ্চর্যজনকভাবে বিভিন্ন কুরবানী করতেন। হযরত কাজী কমরুদ্দীন সাহেব (রা.) সাঈ দেওয়ান শাহ্ সাহেব সম্পর্কে বর্ণনা করেন,

'আমিও কখনো কখনো সাঈ সাহেবকে জিজ্ঞেস করতাম, আপনি কি বিশেষ কোন কাজে কাদিয়ান যান? কেননা সাঈ সাহেব তাঁর গ্রাম পার হয়েই যেতেন এবং সেখানে রাত্রিও যাপন করতেন। সাঈ দেওয়ান শাহ্ সাহেব নারওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে সেদিক দিয়েই যেতেন। নারওয়াল থেকে রওয়ানা হয়ে কাদিয়ান আসতেন যা বেশ কয়েক মাইলের দূরত্ব ছিল। যদি মধ্যবর্তী রাস্তা ধরেও যাওয়া হয় তাহলেও কমপক্ষে প্রায় শ'মাইলতো হবেই। তিনি বলেন, **'কাদিয়ান যাওয়ার কোন বিশেষ কারণ রয়েছে কি, নাকি কেবল মোলাকাতের ইচ্ছায় যান? তিনি অর্থাৎ সাঈ দেওয়ান সাহেব বলতেন, আমি যেহেতু দরিদ্র মানুষ, চাঁদা দিতে পারি না তাই অতিথি শালার চৌকি বুনতে যাই যেন এর মাধ্যমে চাঁদা আদায়ের দায়িত্ব পালন হয়। চাঁদার পরিবর্তে লঙ্গর খানার চৌকি বানিয়ে দিয়ে আসি'।**

অতএব তাঁদের কুরবানী বা ত্যাগের এই হলো পরাকাষ্ঠা, আমি মাত্র দু'তিনটি উদাহরণ দিলাম। এ হচ্ছে সেসব মানুষের (ত্যাগের) মান যাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্য হতে কল্যাণ লাভ করেছেন আর বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁদের এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে কিন্তু আমি সময় স্বল্পতা হেতু এই কয়েকটি উল্লেখ করছি এবং আমি এ বিষয়টি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পতাকাকে গোটাবিশ্বে উড্ডীন রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন; সেই জামাতে ত্যাগের উন্নত মান, নিজের প্রিয় জিনিসকে খোদা তা'লার পথে উৎসর্গ করার আদর্শ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের জীবনেই শেষ হয়ে যায় নি। শুধু দু'একটি প্রজন্ম পর্যন্তই এই ধারা সীমাবদ্ধ ছিল না বরং শতাধিক বছর পার হবার পরও এই কুরবানী বা ত্যাগের উৎসাহ ও প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বরং এমনও মনে হয় বিভিন্ন দেশের নতুন আহমদীদের মাঝে নিজ সম্পদ খোদা তা'লার রাস্তায় উৎসর্গের জন্য একটি প্রতিযোগিতা চলছে— এটি দেখে আমাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসায় ভরে যাওয়া উচিত এবং পূর্বের তুলনায় আল্লাহ্‌র দরবারে অধিক বিনত হওয়া উচিত। বর্তমানে যেখানে বিশ্ববাসী পার্থিব আরাম-আয়েশ ও সুখ-সাচ্ছন্দের জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে বা খরচ করার বাসনা রাখে, আহমদীরা এ সমস্ত বাসনাকে গৌণ মনে করে ধর্মের খাতিরে একের পর এক কুরবানী দিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি, বিশ্ববাসীর চোখ খোলার জন্য আহমদীদের এসব কুরবানীই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এশিয়া, ইউরোপ আমেরিকা, আফ্রিকা সকল স্থানে কুরবানীর এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যারা এমন কুরবানী করছেন তাঁরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীকে উপলব্ধি করার এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে এর উপর আমল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন। অতএব যতক্ষণ আমরা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিয়ে এই চেষ্টা অব্যাহত রাখবো, শত্রু আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ্।

ঈমান বৃদ্ধির জন্য বর্তমান যুগের কুরবানীরও কতক ঘটনা উপস্থাপন করছি। প্রথম ঘটনাটি আমি নিয়েছি ভারতের ওয়াকফে জাদীদ বিভাগের নাযেম মাল সাহেবের রিপোর্ট থেকে— তিনি বলেন, **'খাকসার এবং ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ কেরালার কেরুলায়ী জামাত**

পরিদর্শনে যাই। বাজেট প্রণয়নের জন্য সেখানে পৌঁছানোর পর একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি সম্প্রতি আসবাবপত্রের নতুন ব্যবসা আরম্ভ করেছি। আমার নতুন বছরের ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা চার লক্ষ রূপী লিখুন। এছাড়াও এ ব্যবসায় থেকে আমার যে লাভ হবে, অন্যান্য চাঁদা ছাড়া সেখান হতে লভ্যাংশের দশভাগ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রদান করবো। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করেছেন। তার নতুন ব্যবসা ভাল চলতে থাকে। তিনি তার স্ত্রীকে দৈনিক আয় অনুযায়ী চাঁদার অংশ পৃথক করে রাখতে বলেছিলেন। এরপর যখন পুরো বছরের হিসাব করা হল তখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দাঁড়ালো সাড়ে পাঁচ লক্ষ রূপী আর তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং পরবর্তী বছরের জন্য বললেন, আগামী বছর দশ শতাংশের পরিবর্তে লভ্যাংশের পঁচিশ শতাংশ চাঁদা দিব'।

ভারত থেকে ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ সাহেব বর্ণনা করেছেন, **'মার্চ ২০১১'তে খাকসার ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেটের জন্য আহমদীয়া জামাত, বিথারী যাই। সেখানে একজন মহিলাকে অন্যান্য আহমদী ও মুসলমান নারীদের জান-মাল কুরবানীর ঘটনাবলী শুনিয়ে যখন চাঁদার জন্য বলি তিনি তার এক মাসের বেতন ওয়াদা হিসেবে লিখান, তিনি একজন সাধারণ শিক্ষিকা ছিলেন। স্বাচ্ছন্দ্যে চলার মত তেমন কোন আয় তার ছিল না। মাসিক আয় অনুযায়ী তিনি পাঁচ হাজার রূপী বাজেট লিখান'**। তিনি বলেন, **'এরপর আমি অন্যত্র যাই যেখানে এই মহিলার পিতা থাকেন। তিনি জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁকে বলা হল, আপনার মেয়ে অনেক কুরবানী করেছে। এতে আনন্দে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বড় মেয়েকে ডেকে বলেন, তোমার বোন এই কুরবানী করেছে। তুমি তার চেয়ে বড়, তুমি কি বল? তখন তার বড় মেয়ে সাথে সাথে এক হাজার রূপী বাড়িয়ে নিজের ওয়াদা লেখান; অর্থাৎ আমি বড় তাই বেশি দেব'।**

এরপর! যারা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আহমদীয়াতে যোগ দিয়েছেন তাদের নিষ্ঠা ও কুরবানীর স্পৃহা দেখুন! মালীর আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, 'আমাদের জামাতের একজন বন্ধু তরাবরে সাহেব– যিনি ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করেন। তিনি নিয়মিত চাঁদাদাতা এবং আর্থিক কুরবানীতে সর্বদা অগ্রগামী। তিনি বলেন, আদম শুমারীর কাজের জন্য বত্রিশ জনের একটি টীম গঠন করা হয় এবং বলা হয়, একমাস ক্রমাগত কাজ করতে হবে। একদিনও ছুটি কাটানো যাবে না। এর বিনিময়ে প্রত্যেকে এক লাখ ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ করে পারিশ্রমিক পাবে। অর্থাৎ টীমের যারাই সদস্য ছিল তারা প্রত্যেকে এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ করে পাবে। তিনি বলেন, আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। তখনো কাজ শেষ হতে ছয় দিন বাকী ছিল। ইতোমধ্যে তাদের ফানা রিজিওনের জলসার সময় এসে যায়। তিনি বলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম জামাতকে অপারগতার কথা জানিয়ে দেবো এবং জলসায় অংশগ্রহণ করব না। কিন্তু পরে আমার মন সিদ্ধান্ত নিল, আমি অঙ্গীকারাবদ্ধ কাজেই আমাকে জামাতের কাজকে প্রাধান্য দিতে হবে। সর্বাগ্রে খোদার কাজ। এক লাখ ফ্রাঙ্ক না হয় নাই বা পেলাম। আমি কাজ ছেড়ে জলসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমার অন্য সাথীরা আমাকে খুবই তিরস্কার করতে লাগল যে, কেন এতগুলো টাকা মাটি করছ। তিনি বলেন, আমি জলসা সম্পন্ন করে এক সপ্তাহ পর যখন ফেরত এলাম তখন এলাকার মেয়র বললেন, তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চলে গিয়েছিলে। কিন্তু আমার মনে হল, তুমি খোদার জন্য গিয়েছো তাই আমি তোমার জন্য পৃথকভাবে এক লাখ সীফাহ্ রেখে দিয়েছি তা আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও। তিনি বলেন, এরপর সহকারী মেয়র তাকে ডাকেন যিনি ঐ কাজের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তিনিও একই কথা বলেন, তিনিও এটাই বলেছেন, যদিও তুমি চলে গিয়েছিলে কিন্তু জানি না, আমরা হৃদয়ে কেন এ চিন্তার উদয় হলো, তোমার অর্থ পাওয়া উচিত। তিনি এক লক্ষ সীফাহ্ দিয়ে দিলেন। এই হলো টাকা যা আমি তোমার জন্য রেখেছি। তারপর হিসাব বিভাগের প্রধানও আমাকে দপ্তরে ডাকলেন। তিনিও তাকে এক লক্ষ সীফাহ্ দিতে গিয়ে

বললেন, যেহেতু তুমি ছিলে না, তাই তোমার জন্য এক লক্ষ সীফাহ্ পৃথক করে রেখেছি। এটা নাও কিন্তু কাউকে বলবে না। তিনজনই আমাকে বললেন, কাউকে একথা বলবে না। তিনি বলেন, কিন্তু অন্যান্য সাথীদের জিজ্ঞেস করে জানা গেল, তাদের প্রত্যেকের টাকা থেকে কোন না কোন কারণে কিছু না কিছু কেটে রাখা হয়েছে আর কেউ পুরো এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ পায়নি। অথচ আমাকে পুরো তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ দেয়া হয়েছে। আর এটি শুধুমাত্র ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার ফলশ্রুতিতে হয়েছে। তিনি তখনই বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত চাঁদা প্রদান করেন।

গাম্বিয়ারই আরেকটি উদাহরণ। আমীর সাহেব লিখছেন, একদিন এক বন্ধু কুতোতারাভলে সাহেব আমার দপ্তরে আসেন আর বলেন, তিনি এক হাজার ডালাসী চাঁদা দিতে চান। তিনি বলেন, আমি মানুষের কাছে ঋণী থাকতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্‌র ঋণ ফেরত না দিয়ে পারি না? এই বন্ধু একজন দরিদ্র ও অভাবী মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে নিজের পরিবার চালাতেন। কিন্তু আর্থিক ত্যাগের ক্ষেত্রে সর্বদা ব্যবস্থাপনার আনুগত্য করেন আর কিছু না কিছু দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন। তিনি কিছুদিন পর বলেন, এক হাজার ডালাসী চাঁদা দেয়ার কিছু দিন পরই এর চেয়েও বেশি টাকা তিনি কোন স্থান থেকে পান। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, খোদা তা'লার পথে কুরবানী করলে খোদা তা'লা সে অনুপাতে বরং তারচেয়েও অধিক হারে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

এটি হলো ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার উপর আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য দেয়ার ঘটনা।

সিয়েরালিওনের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমি বিভিন্ন দেশের কয়েকটি মাত্র ঘটনা নিয়েছি। রিপোর্টে এমন অগণিত ঘটনার উল্লেখ থাকে। মেকিনীর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, কামারা সাহেব একজন নিষ্ঠাবান আহমদী কিন্তু আর্থিক দিক থেকে খুবই দুর্বল ছিলেন। যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদা উঠানোর জন্য তার গ্রামে যাই তখন জানতে পারি তার কিছু বকেয়া আছে আর এদিকে বছরও শেষ হতে যাচ্ছে। তার ঘরে যাওয়ার পর অবস্থা আঁচ করতে পারলাম। এখানে বসে এটা অনুমানও করা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, এখন আমার কাছে মাত্র বিশ কাপ চাল ক্রয় করার মত টাকা আছে। যদ্বারা কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবারের ব্যবস্থা হবে অন্য কোন দিক থেকে টাকা যোগাড় হবে বলেও কোন আশা নেই? কিন্তু আমি এ টাকা আমার বকেয়া পরিশোধের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি বিবি-বাচ্চাকে বলে দিয়েছি, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই খাবারের ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন, ঐ রাতেই তার এক বোন অন্য এক গ্রাম থেকে এক বস্তা চাল তাদেরকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ তা'লাই এ ব্যবস্থা করেছেন।

আইভরিকোষ্টের মুবাল্লেগ লিখেছেন, একজন নুতন বয়আতকারী খাদেম হারুন সাহেব সান্দ্রা শহরে ডিমের ব্যবসা করতেন। তাকে যখন স্থানীয় মুয়াল্লেম সাহেব জামাতের কেন্দ্রে গিয়ে প্রশিক্ষণ বা তরবীয়ত গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন তখন তিনি তৎক্ষণাৎ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। আর এক সাথীকে নিয়ে আবঙ্গরোতে অবস্থিত তরবীয়তী কেন্দ্রে পৌঁছেন। সেখানে তিন মাসের কোর্স সম্পন্ন করেন এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। এই চিন্তা করে যান যে, আল্লাহ্‌র কাজে যাচ্ছি। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে নিজের এক ছোট ভাইয়ের হাতে ব্যবসার ভার দিয়ে যান। আর আশা এবং ভরসা ছিল যে, আল্লাহ্ একে নষ্ট করবেন না। তিন মাসের কোর্স সমাপ্ত করে ফেরত আসেন। তিনি বলেন, ঐ সময় ব্যবসায় অসাধারণ লাভ হয়েছে যা দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। অথচ তার উপস্থিতিতে এ পর্যন্ত এমন কখনো হয়নি। তাই তিনি চাঁদা পাঁচশত থেকে বাড়িয়ে এক হাজার ফ্রাঙ্ক করে দেন।

অতঃপর তার ব্যবসায় আল্লাহ্ তা'লা আরো বরকত দান করেন আর তিনিও চাঁদা দেয়া বৃদ্ধি করেন। আর এখন তিনি আল্লাহ্‌র কৃপায় চার হাজার ফ্রাঙ্ক প্রত্যেক মাসে চাঁদা দিয়ে থাকেন। তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা কেবল তিনি নিজেই দিচ্ছেন না বরং তাঁর মরহুম পিতা-মাতাকে এতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন, যারা সম্ভবত আহমদী ছিলেন না। তিনি নুতন বয়আতকারী তাই পিতা-মাতা আহমদী ছিলেন না কিন্তু তাদের পক্ষ থেকেও দিয়ে থাকেন।

বুর্কিনাফাঁসোর আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, বোবো শহরের একজন নুতন বয়আতকারী বন্ধু তারাব্‌রে সুলাইমান সাহেব বলেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে শোনার পর আমি সারারাত ঘুমাতে পারিনি। এই কারণে যে, জামাত এতো বড় বড় কাজ করে যাচ্ছে আর আমি পুরোপুরি এতে অংশ নিতে পারছি না। অতঃপর তিনি পরের দিন সাড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে যান– কিন্তু পরের রাতও তার অনেক অস্থিরতার মাঝে অতিবাহিত হয়। আবার পরের দিন সকালে মিশন হাউজে আসেন এবং আরো সাড়ে চার হাজার ফ্রাঙ্ক প্রদান করেন এবং বলতে থাকেন এখন আমি কিছুটা শান্তি পাচ্ছি।

সুইজারল্যান্ড-এর মোবাল্লেগ ইনচার্জ লিখেন, আমাদের এক আফ্রিকান আহমদী বন্ধু, ইদ্রিস সাহেব, যার সম্পর্ক নাইজেরিয়ার সাথে, তিনি এক আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরী করেন। সুইজারল্যান্ডে আসার পর তিনি এক সাথে নয় হাজার ফ্রাঙ্ক জামাতের একাউন্টে পাঠিয়ে দেন এবং নিজের নামের সাথে টেলিফোন নম্বরও লিখে দেন। তিনি বলেন, আমার মনে হলো এটি কোন নতুন নাম, আমি ভাবছিলাম, ইনি কে হতে পারেন? ফোনে যোগাযোগ করলাম আর বললাম, আপনি এতো বড় অংক একত্রে জামাতের একাউন্টে পাঠিয়েছেন এর কারণ কি? তখন তিনি বললেন, সুইজারল্যান্ডে এসেছি তিন মাস হয়ে গেছে– তাই আমার চাঁদা পাঠিয়েছি। এতে মুবাল্লেগ সাহেব তাকে বলেন, তিন মাসের চাঁদাও এতোটা হওয়ার কথা নয়, তখন তিনি বলেন, ছয় মাস পূর্বে আমি এমন এক দেশে ছিলাম, যেখানে জামাত ছিল না কাজেই সেই চাঁদাও আমার বকেয়া ছিল। তাই পুরো চাঁদা হিসাব করে আমি নয় হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক পাঠিয়েছি।

অতএব এ হলো সেসব লোকের ঈমানের মাপকাঠি; তাঁরা জানেন যে মানুষের জানা নেই ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার তো জানা আছে, এজন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁরা হিসাব পরিস্কার রাখেন।

আরেক পাকিস্তানী আহমদী বন্ধু যিনি সুইজারল্যান্ডের এক কোম্পানীতে কাজ করতেন। তিনি চাঁদা আদায়ের জন্য পাঁচ হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক ওয়াদা লেখান। কোম্পানি থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক বোনাস পাওয়ার আশা ছিল। কিন্তু পাশাপাশি এই ইচ্ছাও ছিল, বোনাস পাওয়ার পর ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও কিছু খরচ করতে হবে। কিন্তু যখন এটি মনে হল যে চাঁদা দিতে হবে আর ওয়াদাও এর সমপরিমাণই লেখানো হয়েছে আর তা পরিশোধের সময়ও নিকটবর্তী। তিনি বলেন, সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে আদায় করবো ইনশাআল্লাহ্ আর তিনি করেও দিয়েছেন এবং নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছেন। পরবর্তিতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এরফলে তার প্রতি এতোই অনুগ্রহ করেছেন যে, কোম্পানি তাঁকে পাঁচ হাজারের পরিবর্তে দশ হাজার ইউরো অর্থাৎ দ্বিগুণ বোনাস দিয়েছে। এভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত চাহিদাও পূরণ হয়েছে এবং ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা অনুসারে চাঁদাও দিতে পেরেছেন।

একইভাবে আমাদের বেনীনের মুবাল্লেগ লিখেন, আমাদের জামাতের মুয়াল্লেম এক স্থানে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান আর আব্দুল লতিফ সাহেব নামে এক ব্যক্তি একত্রিশ শত ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ চাঁদা প্রদান করেন আর বলেন, দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমার উপার্জন বাড়িয়ে দেন তাহলে আরও চাঁদা পাঠাবো। খোদা তা'লার কৃপা এমনই হলো

যে, সেই সপ্তাহের মধ্যেই লতিফ সাহেব মুয়াল্লেম সাহেবকে ডাকেন এবং আরো সাত হাজার ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ চাঁদা প্রদান করে বলেন, যেদিন আমি আপনাকে একত্রিশ শত ফ্রাঙ্ক সীফাহ্ চাঁদা দিয়েছিলাম সেই দিনই একজন রোগী এসেছিল, যার চিকিৎসা বাবদ তিনি আমাকে প্রথমে চৌত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করে কিন্তু পরে বলেন, ফেরত যাওয়ার জন্য আমার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তাই তিন হাজার ফ্রাঙ্ক ফেরত নিতে গিয়ে বলেন, তার এই পরিমাণ অংকের প্রয়োজন রয়েছে কাজেই একত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আমাকে দিয়ে যান। তিনি বলেন, আমার হৃদয় তৎক্ষণাৎ এই স্বাক্ষ্য দিল, সত্যই আল্লাহ্ তা'লা দশগুণ বৃদ্ধি করে এই অর্থ আমাকে দান করেছেন অর্থাৎ একত্রিশ শ'র স্থানে একত্রিশ হাজার, এজন্যই আমি সাথে সাথে এই বর্ধিত চাঁদা আপনাকে দিচ্ছি।

একইভাবে আমাদের লাইবেরীয়ার মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, তিনি একস্থানে সফরে যান, সেখানে একটি আট বছরের বালক তার ঘরের ছোটখাট কাজ যেমন পানি আনা, ব্যাগ রাখা ইত্যাদি করে দিত। সেখানে বালকরা খুবই উৎসাহ ও আনন্দের সাথে মুবাল্লেগদের সেবা কওে থাকে। মুরব্বী সাহেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পাঁচ লাইবেরীয়ান ডলার উপহার দেন, লাইবেরীয়ার ডলারের মূল্য খুবই সামান্য। নামাযের পর যখন মুরব্বী সাহেব জামাতের সবাইকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন আর বিশেষভাবে শিশুদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বাচ্চাদেরও অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করা উচিত তখন সেই বালক উঠে তার পিতার কানে-কানে গিয়ে বললো, আমিও চাঁদা দিতে চাই আর আমার কাছে অর্থ আছে। পিতা বললো, যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে দিয়ে দাও। অতএব বালকটি সেই পাঁচ ডলার যা সে উপহার স্বরূপ পেয়েছিল তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। এই বালকের আন্তরিকতার এমনই প্রভাব পড়েছে যে, সেখানকার অন্য শিশুরাও নিজেদের পিতা-মাতার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে চাঁদার এই খাতে অংশ নেয়া আরম্ভ কওে দেয়।

কিরগিযিস্তানের মুবাল্লেগ লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধু যমীর সাহেব প্রায় তিন বছর পূর্বে বয়আত গ্রহণ করেন। ২০০৮ সালে যখন খিলাফত শতবর্ষ জুবিলী উদ্‌যাপন করা হয় তখন কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু অর্থ স্থানীয় পর্যায়েও একত্র করা হয়েছিল। তখন তার বেতন ছিল ছেষট্টি ডলার (দরিদ্র দেশ)। তিনি বলেন, যখন আমাদের মুবাল্লেগ বাশারত আহমদ সাহেব আমাকে বলেন, আপনিও জুবিলী জলসার জন্য ওয়াদা লেখান, তিনি চুয়াল্লিশ ডলার ওয়াদা করেন আর বেতন পাওয়ার পর সোজা মিশন হাউজে আসেন আর এই বলে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করেন, যদি ঘরে চলে যাই তাহলে খরচ হয়ে যাবে। এইভাবে তিনি চুয়াল্লিশ ডলার চাঁদা দিয়ে শুধু বাইশ ডলার নিয়ে ঘওে ফিরে যান। আর আল্লাহ্ তা'লাও তার আন্তরিকতাকে মূল্যায়ন করেছেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি একটি বর্ধিত কাজ পেয়ে যান যেখান থেকে প্রায় একশ পঞ্চাশ ডলার বর্ধিত বেতন আসতে থাকে। প্রায় তিন মাস থেকে একটি বিদেশী কোম্পানীতে কাজ করছেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার বেতন এখন সাত শত সত্তর ডলার। তিনি ওসীয়্যতও করেছেন। ওসীয়্যতের পর যখন তাকে মুরব্বী সাহেব বললেন, এখন ১৬/১ ভাগের পরিবর্তে এক দশমাংশ চাঁদা দিতে হবে। তিনি বলেন, যে দিন থেকে আমি বয়আত করেছি সেদিন থেকেই আমি এক দশমাংশ হারে চাঁদা দিয়ে আসছি।

এমনিভাবে কিরগিযিস্তানের একান্ত নিষ্ঠাবান একজন নুতন বয়আতকারী বোন হলেন জিলদিয়ত সাহেবা। তিনি বয়আত গ্রহণ করেছেন প্রায় এক বছর হয়ে গেছে কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কোন প্রকার চাঁদা দেন নি। যখন তাকে চাঁদা সম্পর্কে বলা হল এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝানো হল আর কোন্ কোন্ চাঁদা আবশ্যকীয় আর কোন্ কোন্ চাঁদা ঐচ্ছিক তা যখন বুঝিয়ে বলা হয় তখন তিনি দ্রুত মসজিদ থেকে উঠে যান আর পরবর্তী দিন প্রেসিডেন্ট

সাহেবকে বলেন, আমি এখনই আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চাই। প্রেসিডেন্ট সাহেব বললেন, আমি এখন কাজে বের হচ্ছি। কিন্তু তিনি বলেন, না আমি এখনই দেখা করতে চাই। তিনি আসেন আর পনের হাজার কির্গিজ সুম (স্থানীয় মুদ্রা) তাকে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব জিজ্ঞেস করলেন এত টাকা? তিনি বলেন, আমি পুরো হিসাব করেছি আমার সারা বছরের আয় হিসেবে এই চাঁদাই আসে। আমি পুরো এক বছরের চাঁদা পরিশোধ করছি আর এতে অন্যান্য খাতের চাঁদাও রয়েছে।

নতুন আহমদী যারা হচ্ছেন তারা কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করছেন এই হলো তাদের নিষ্ঠা বিশ্বস্ততা এবং ত্যাগের ঘটনাবলী। এ ক'টি ঘটনা বর্ণনার পর আমি ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিচ্ছি এবং (গত বছরের) সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। পহেলা জানুয়ারী থেকে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছর শুরু হয়। ৫৪তম বছল শেষ হয়ে ৫৫তম বর্ষ আরম্ভ হচ্ছে। আফ্রিকার কোন কোন দেশের রিপোর্ট আসে না বা বিলম্বে আসে যে কারণে তারা এই রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত নয় বাকী বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে মোট ৪৬,৯৩,০০০ (ছিচল্লিশ লক্ষ তেরানব্বই হাজার) পাউন্ডের অধিক সংগৃহীত হয়েছে আর এটি গত বছরের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পাঁচ লক্ষ দশ হাজার পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ।

পাকিস্তান যথারীতি প্রথম স্থানে রয়েছে। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কুরবানীর ক্ষেত্রে তারা কোন ঘাটতি হতে দেয়নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধন-সম্পদ ও জনবলে অশেষ কল্যাণ দান করুন। স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন এবং সকল প্রকার নৈরাজ্য থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখুন। তাদের পরে আমেরিকা আর আমেরিকার পরে ইংল্যান্ড। আমার প্রথম খেয়াল ছিল এবং ওকালাতে মালেরও যে ইংল্যান্ড ২য় স্থানে আসছে, কিন্তু আমেরিকার জামাত নিজেদের শেষ রিপোর্ট যা আমাকে দিয়েছেন তাতে তারা ইংল্যান্ডকে কিছুটা পিছনে ফেলে দিয়েছেন আর এটি খুবই সামান্য পার্থক্য, সম্ভবতঃ এগারো হাজার পাউন্ড। প্রথম দিকে যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল সেটিতে ইংল্যান্ড ২য় স্থানে ছিল, কিন্তু তারপর আমার কাছে যে রিপোর্ট এসেছিল সে অনুযায়ী তাদের স্থান ৩য় করতে হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড এর বৃদ্ধির হার অসাধারণ ছিল আর এটি পরম আশ্চর্যের বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা ঐসব চাঁদা দাতার ধন-সম্পদ ও জনবলে অশেষ বরকত দান করুন। আর এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ, এছাড়া অন্যান্য খরচও রয়েছে, চাঁদাও রয়েছে, মসজিদ নির্মাণের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছে তারপরও তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে যুক্তরাজ্য জামাত আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অসাধারণ উন্নতি করেছে, আর এটি থেকে বোঝা যায়, حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ -এর প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন অন্যান্য সকল নেকীতেও যেন এখানকার জামাত অগ্রগামী হয় আর একই সাথে পৃথিবীর সমস্ত জামাতও।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যও এতে বড় অংক দিয়েছে, অনেক বেশি এগিয়েছিলেন তাহরীকে জাদীদেও আর এবার ওয়াকফে জাদীদেও বড় ভূমিকা রেখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল বোন ও মেয়েকে এর উত্তম প্রতিদান দিন।

ইংল্যান্ড ৩য় তারপর জার্মানী ৪র্থ স্থান লাভ করেছে। এরপর যথাক্রমে কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড। আর স্থানীয় মুদ্রায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নম্বরে আছে ভারত; যারা অসাধারণভাবে অনেক বৃদ্ধি করেছে, কমপক্ষে শতকরা ছত্রিশ ভাগ। এরপর বেলজিয়াম; যারা ছোট দেশ ও ছোট জামাত হওয়া সত্ত্বেও অনেক বড় সফলতা

পেয়েছে, তারা কমপক্ষে ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করেছে, এরপর অস্ট্রেলিয়া, অতঃপর ইংল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া।

মাথাপিছু চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আছে আমেরিকা এরপর পর্যায়ক্রমে সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম ও আয়ারল্যান্ড। এ কারণে মনে হচ্ছে আমেরিকা এমন একস্থানে পৌঁছে গেছে যেখানে বিশেষভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। ইংল্যান্ড জামাতের নিজেদের অবস্থান আরো উন্নত করার সুযোগ রয়েছে। আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে সামগ্রীকভাবে চাঁদা দেয়ার দিক থেকে এক নম্বরে রয়েছে ঘানা এরপর পর্যায়ক্রমে নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুর্কিনাফাঁসো ও ইউগান্ডা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছরও ওয়াকফে জাদীদ খাতে নব্বই হাজার নতুন চাঁদা দাতা যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে চাঁদা দাতার সংখ্যা ছয়লক্ষ নব্বই হাজারে পৌঁছেছে। আমি আফ্রিকাবাসীদের বলেছিলাম, এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন কেননা এক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখন ওকালতে মাল তাদেরকে সংখ্যা বাড়ানোর জন্য টার্গেট দিবেন। নবাগতদেরও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ ব্যাপারে খুবই শক্তভাবে বলেছেন, প্রথমদিন থেকেই কুরবানীর অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া উচিত। আফ্রিকার জামাতসমূহ্ যদি চেষ্টা করে তাহলে এখানে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ্ চাইলে উল্লেখযোগ্যহারে সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন ওকালতে মালের পক্ষ থেকে যে টার্গেটই দেয়া হোক তা পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। যৎ সামান্য চাঁদা নিয়ে হলেও সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিক থেকে এ বছর নাইজেরিয়া, নাইজার, সিয়েরালিওন, বুর্কিনাফাঁসো, সেনেগাল, বেনীন এবং ইউগান্ডা ইত্যাদি জামাত অনেক চেষ্টা করেছে। আমি ঘানাকে বলেছিলাম কিন্তু তারা সঠিকভাবে চেষ্টা করেনি। ঘানা জামাতের উচিত নিজেদের চেষ্টাকে আরো গতিশীল করা।

পাকিস্তানে চাঁদাদাতা সদস্যদের দিক থেকে প্রথম তিনটি জামাত হচ্ছে লাহোর, রাবওয়াহ্ ও করাচী।

জেলাসমূহের মধ্যে প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, ফয়সালাবাদ, শেখুপুরা, সারগোধা, গুজরানওয়ালা, ওমরকোট, গুজরাট ও ভাওয়ালনগর।

আতফালদের তিনটি বড় জামাতের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, লাহোর দ্বিতীয় করাচী এবং তৃতীয় রাবওয়াহ্। আতফালদের আদায়ের দিক থেকে জেলাসমূহের জামাতের অবস্থান হচ্ছে, প্রথম শিয়ালকোট এরপর রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, ফয়সালাবাদ, শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, ওমরকোট, সারগোধা, নারওয়াল ও গুজরাত।

আদায়ের দিক থেকে যথাক্রমে আমেরিকার পাঁচটি জামাত হচ্ছে, প্রথম লস এঞ্জেল্স ইনল্যান্ড এম্পায়ার, দ্বিতীয় সিলিকন ভ্যালী, তৃতীয় ডেট্রয়েট, চতুর্থ শিকাগো এবং পঞ্চম হচ্ছে সিয়াটল।

ইংল্যান্ডের প্রথম দশটি জামাতের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, রেইঞ্জপার্ক, দ্বিতীয় নিউ মালডেন, তৃতীয় বুস্টার পার্ক, চতুর্থ ফযল মসজিদ, পঞ্চম ওয়েস্ট ক্রয়ডন, ষষ্ঠ বার্মিংহাম ওয়েস্ট, সপ্তম লেমিংটন স্পা, অস্টম ম্যানচেস্টার সাউথ, নবম জিলিংহাম এবং দশম সাউথহল।

ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক জামাতের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি অঞ্চল হচ্ছে, সাউথ রিজিওন, মিডল্যান্ড, লন্ডন, ইসলামাবাদ ও মিডলসেক্স।

জার্মানীর প্রথম পাঁচটি আঞ্চলিক জামাত হচ্ছে, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, গ্রসগিরাও, ড্রামস্টার্ড ও উইজবাদেন।

জার্মানীর শীর্ষ দশটি জামাত হচ্ছে, যথাক্রমে রয়েডারমার্ক, কোলন, ফ্লোরিশহাইম, নোয়েস, নিডা, ফুলডা, ফ্রেইডবার্গ, রডগাঁও, মেহেদী আবাদ এবং হ্যানও ।

কানাডার জামাতগুলোর মধ্যে প্রথম পিস ভিলেজ, এরপর যথাক্রমে রেকস্‌টেল, ওয়েস্টন সাউথ, উডবুর্গ ও এডমন্টন।

কানাডার প্রথম পাঁচটি রিজিওন হচ্ছে, ওয়েস্টন সাউথ, পিস ভিলেজ সাউথ, ওয়েস্টন নর্থ ওয়েস্ট, ডারহাম ও হ্যামিল্টন নর্থ।

ভারতের আঞ্চলিক জামাত সমূহের মধ্যে প্রথম হচ্ছে, কেরালা, তারপর যথাক্রমে তামিল নাড়ু, জম্মু কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কর্নাটক, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লী শহর।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের উল্লেখযোগ্য জামাতসমূহ হলো যথাক্রমে কালিকাট, কেরুলায়ী, কাননুর টাউন, কাদিয়ান, হায়দ্রাবাদ, কৈয়াম বাটুর, কলকাতা, চেন্নাই, বাঙ্গালোর, ঋশী নগর, কেরুনা গাপলী।

যারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আন্তরিক উৎসাহের সাথে প্রদান করেছেন আল্লাহ্ তা'লা ঐসব লোকের ধন ও জন সম্পদে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। এরই সাথে পরবর্তী বছরের ঘোষণাও করছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে পূর্বের তুলনায় অধিক কুরবানী করার সামর্থ্য দান করুন। তাদের কৃত কুরবানীকে কল্যাণমন্ডিত করুন এবং জামাতের সম্পদেও অশেষ বরকত দিন। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হলেই জামাতের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব। আর তিনিই এসব কার্যক্রমে আরো অধিক গতি সঞ্চারের তৌফিক দান করছেন। এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, তাই নিজেদের দোয়া সমূহে ধন সম্পদে বরকতের জন্য জোর দিন।

আজও নামাযের পরে আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এ জানাযা আমাদের বিখ্যাত কবি ও বুযূর্গ মরহুম আব্দুল মান্নান নাহীদ সাহেবের। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মোহাম্মদ দ্বীন (রা.) সাহেবের ছেলে ছিলেন। তিনি ২০১২ সালের পহেলা জানুয়ারী তিরানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মান্নান সাহেব কাশ্মীরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যেভাবে আমি বলেছি, তাঁর পিতার নাম ছিল খাজা মোহাম্মদ দ্বীন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব শিয়ালকোটি মরহুমের নানা ছিলেন। হযরত মৌলানা আব্দুল করীম শিয়ালকোটি (রা.) নাহীদ সাহেবের মাতা মোহতরমা হাকীম বিবি সাহেবার ফুপা ছিলেন। তাঁর (রা.) ঘরেই তিনি শৈশবে লালিত পালিত হন। তিনি যেহেতু কাদিয়ানে বসবাস করতেন এ কারণে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘরে অনেক বেশি যাতায়াত ছিল। এভাবে তাঁর মাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও হযরত আম্মাজানের পর্যাপ্ত স্নেহ ও আদর থেকে অংশ পেয়েছেন। কাব্যের প্রতি আকর্ষণ রাখে জামাতের অনেক এমন মানুষ জানেন, জনাব নাহীদ সাহেব একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন এবং তাঁর নযম ও গজল খুবই উচ্চমানের ছিল। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শিয়ালকোটে অর্জন করেন। তিনি ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। এরপর ১৯৪১ সালে এম.এ-তে ভর্তি হন। কিন্তু লেখাপড়া সম্পন্ন করার পূর্বেই চাকুরী পেয়ে যান তাই লেখাপড়া ছেড়ে দেন। তিনি ১৯৪২ সালে মিলিটারী একাউন্টস্-এ যোগ দেন এবং সেই বিভাগ থেকেই ১৯৭৮ সালে ডেপুটি কন্ট্রোলার মিলিটারী একাউন্টস্ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন স্থানে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। যে যে স্থানে অবস্থান করেছেন সেখানে জামাতের কাজেও অংশ নিয়েছেন।

ধীরস্থির এবং শান্ত প্রকৃতির বিনয়ী এবং মাটির মানুষ ছিলেন। খুব উঁচু মাপের কবি ছিলেন। নবীন কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাতেন। ভদ্রতা ও বিনয় সহকারে সম্মানের সাথে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতেন। তিনি জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে অনুষ্ঠিত কবিতার আসরের আবশ্যকীয় অংশ হতেন। পুণ্যবান মানুষ ছিলেন, এখানে লন্ডনে দু'বার এসেছিলেন এবং কবিতার আসওে যোগ দিয়েছিলেন। ৪র্থ খলীফার সময় একবার এসেছেন আর একবার এসেছেন আমার সময়।

তিনি বয়আতের শর্ত মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সততা ও বিশ্বস্ততার উত্তম দৃষ্টান্ত ছিলেন। রীতিমত নামায, রোযা ও তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। গরীবদের প্রতি একান্ত সহমর্মী আর ক্ষমা ও মার্জনার বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অতি উন্নত পর্যায়ের। খলীফাদের সাথে এবং জামাতের বুযূর্গদের সাথে তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখতেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন বরং প্রথম সারীর আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলা উচিত। জামাতের সকল আর্থিক কুরবানীতে আন্তরিকভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। এক কথায় একজন নিঃস্বার্থ আহমদী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর স্ত্রী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না, একটা ছেলে পেলেছেন। যাকে তিনি পালক পুত্র হিসেবে লালন-পালন করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাকেও মরহুমের উন্নত গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সেও জামাতের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাঁর এই পালক পুত্রকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে নিষ্টার সাথে জামাতের সেবা করার তৌফীক দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)